2.1.5. মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার কারণ (Reasons for Universalization of Secondary Education)

রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (RMSA) ভারতবর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষার মূল্য অপরিসীম। ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার কারণগুলি নিম্নরূপ:

1. সর্বশিক্ষা অভিযানের লক্ষ্য ছিল 2007 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার। বিগত কয়েক বছরে সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটে। এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার বিপুল চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সামাজিক দাবি ওঠে। ক্রমবর্ধমান এই দাবি পূরণের জন্য রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান শুরু হয়।
2. মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতে, আমাদের দেশে মধ্যবর্তী স্তরে নেতৃত্ব গ্রহণ করার উপযুক্ত লোকের অভাব। জনসাধারণ যদি শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্ব গ্রহণের শিক্ষা না পায়, তাহলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সফল হতে পারে না। গুণমানসম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষাই পারে এই কঠিন কাজটি নিষ্পন্ন করতে।
3. মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে বিদ্যার্থী যাতে বাস্তব জীবনের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হয় বা কোনো বৃত্তিশিক্ষার যোগ্যতা অর্জন করে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে হতে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই জীবনের প্রস্তুতির জন্য এই শিক্ষাস্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাধ্যমিক শিক্ষা হল ন্যূনতম শিক্ষা যা দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

4. মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমেই নারী, তপশিলি জাতি, উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সামাজিক ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করতে পারে, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাতে পারে। রাষ্ট্রীয় সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান দীর্ঘদিন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত মানুষের কাছে উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে দিয়েছে। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা (Social justice), মানুষের অধিকার রক্ষা (Preservation of human rights) ও সহনশীলতা বোধ জাগ্রত করে শক্তিশালী সমাজ গঠনের জন্য সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা একান্ত জরুরি।

5. ভারতবর্ষের বিপুল সংখ্যক মানুষ আজও দারিদ্র্যসীমার নীচে (Below poverty line) বাস করে। এদের পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। জীবিকা অর্জনের জন্য শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর জীবনের সাংস্কৃতিক দিকের কথা ভাবার সময় আর তাদের থাকে না। এ ছাড়া অজ্ঞতা, কুসংস্কার ইত্যাদি কারণে মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। সুতরাং সরকারি উদ্যোগে ও পরিচালনায় মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করা একান্ত প্রয়োজন।

6. মাধ্যমিক শিক্ষা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, যেমন—বাল্যবিবাহ ও অকাল মাতৃত্ব, নারী পাচার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ, শিশু পালন ও শিশু পরিচর্যা ও শিশুশিক্ষা ইত্যাদি সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানবজীবনের মানোন্নয়নে সহায়তা করে। সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার এই সামাজিক প্রভাব বিদ্যার্থীর জীবনে অপরিসীম।

7. এই বিরাট দারিদ্র্য প্রপীড়িত দেশের সমৃদ্ধির জন্য জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি ও জীবনের মান উন্নয়নের গুরুদায়িত্ব মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্যার্থীদেরই গ্রহণ করতে হবে।

8. মাধ্যমিক শিক্ষা শুধুমাত্র কলেজীয় শিক্ষার প্রস্তুতি ক্ষেত্র নয়, জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য এক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাস্তর। দেশ ও জাতির পুনর্গঠনের গুরুত্বপূর্ণ স্তর। মাধ্যমিক শিক্ষা আবার প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার সেতু বিশেষ। উন্নতমানের মাধ্যমিক শিক্ষার উপরই নির্ভর করে উন্নত উচ্চশিক্ষা। তা ছাড়া জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ও জাতীয় সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য এবং মানোন্নয়নের জন্য উন্নতমানের মাধ্যমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। কারণ "An inefficient system of Secondary Education... is bound to affect adversely the quality of education at all stages"—CABE.

9. মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে বিদ্যার্থীরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে (To elect and to be elected)। গণতান্ত্রিক ভারতের যোগ্য নাগরিক সৃষ্টিই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। মাধ্যমিক শিক্ষা এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠবে, যার ফলে বিদ্যার্থী স্বাধীন ভারতের সুযোগ্য নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথরূপে পালন করতে পারে। উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় মনোভাব সৃষ্টির জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা মানবিক ও নৈতিক দিক থেকে সমর্থনযোগ্য।

Scanned with CamScanner